।। তবলার বিকাশ ও বিভিন্ন ঘরানা।।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তবলার ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, প্রথম স্বীকৃত তবলা-বাদক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন (১২ পৃষ্ঠা) দিল্লীর সুধার খাঁ বা সিধার খাঁ। এঁর আগেকার কোনো তবলিয়ার পরিচয় এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে তবলার আবিষ্কার যিনিই করুন না কেন, প্রথম-প্রচারক তিনিই। তিনি যে পদ্ধতিতে তবলা বাজাতেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের তৈরী, না অন্য কারো কাছে শেখা, তা আমরা জানি না। সুধার খাঁর আগেকার কিছুই আমরা জানতে পারছি না, সমস্তটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরবর্তী ইতিহাস কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন হ'লেও, আগে-পরের ঘটনা থেকে একটা পারম্পর্য আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

সুধার খাঁকেই আমরা প্রথম তবলিয়া রূপে পেয়েছি। তারপর তাঁর শিষ্য ও বংশধরেরা অনুসরণ করেছেন তাঁরই পদ্ধতি। ধীরে ধীরে প্রচার ও প্রসার বেড়েছে দেশে। লোকে শিখেছে এর ব্যবহার। কিন্তু বাদনরীতি সব ক্ষেত্রেই একরকম থাকে নি। অদল-বদল হয়েছে অনেক সময়। এইভাবেই গড়ে উঠেছে এক-একটি ঘরোয়ানা বা ঘরানা।

'ঘরানা' শব্দটি এসেছে ঘর থেকে। তবে এ ঘর সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ঘর বলতে এখানে পরিবার বা বংশধারাকে বোঝায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঘরানা বা ঘরোয়ানা শব্দটি আবার শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কযুক্ত পরিবার বা বংশধারাকেই বোঝায়না। কোনো একটি বিশিষ্ট রীতি যখন আপন বৈশিষ্ট্য সহ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে, তখন সেই রীতি বা ধারাটিকে একটি বিশেষ **ঘরানা বা ঘরোয়ানা** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে বিশেষভাবে স্বীকৃত মোট **ছ'টি** ঘরানার পরিচয় আমরা পাই— **দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফরুখাবাদ বা ফরক্কাবাদ, বেনারস, অজরাড়া এবং পঞ্জাব** ঘরানা। ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত হ'লেও ঘরানার নামগুলি স্থানভিত্তিক।

।। দিল্লী ঘরানা ।।

দিল্লী ঘরানার গোড়াপত্তন করলেন উস্তাদ সুধার খাঁ। তিনি তবলার যে বাদনশৈলী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই পদ্ধতিকেই অনুসরণ করলেন তাঁর শিষ্য ও বংশধরেরা। সুধার খাঁর তিনটি ছেলের মধ্যে একজনের নাম আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। বাকি দু'জনের নাম —বুগরা খাঁ ও ঘসীট খাঁ। বুগরা খাঁর দুই ছেলে— সিতাব খাঁ ও গুলাব

খাঁ। এঁরা দু'জনেই সুদক্ষ তবলিয়া ছিলেন। সিতাব খাঁর পুত্রের নাম ছিল নজীর (মতান্তরে নজর) আলী। বড়ে কালে খাঁ এই নজীর আলীরই ছেলে। ইনিও নামকরা তবলিয়া ছিলেন। এঁর পুত্র বোলী বক্স। সুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক মুনীর খাঁ ছিলেন এঁরই শিষ্য। আবার মুনীর খাঁর শিষ্য ছিলেন বিখ্যাত তবলা-বাদক উস্তাদ অহম্মদজান থেরকোয়া। এছাড়া উস্তাদ অমীর হুসেন খাঁ, গুলাম হুসেন খাঁ, শামসুদ্দীন খাঁ প্রভৃতিরাও এঁরই শিষ্য ছিলেন। উস্তাদ বোলী বক্সের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ তবলা-বাদক উস্তাদ নথ্থু খাঁ সাহেব। মীরাটের প্রসিদ্ধ তবলিয়া উস্তাদ হবীবুদ্দীন খাঁ ছিলেন এঁরই শিষ্য।

বুগরা খাঁর অপর পুত্র গুলাব খাঁর পুত্র হ'লেন মহম্মদ খাঁ সাহেব। ছোটে কালে খাঁ এই মহম্মদ খাঁর পুত্র। আবার গামী খাঁ বা গামে খাঁ হ'লেন এই কালে খাঁর পুত্র। গামে খাঁর পুত্রের নাম ইনাম আলী।

সুধার খাঁর অপর পুত্র ঘসীট খাঁ ও তাঁর বংশ-পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর যে পুত্রের নাম পাওয়া যায় নি, তাঁরই তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হ'লেন মক্কু খাঁ, মোদু খাঁ ও বখ্সু খাঁ। এঁরা তিনজনেই ভালো তবলিয়া ছিলেন। এঁদের মধ্যে উস্তাদ মোদু খাঁ ও বখ্সু খাঁ লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের অমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে চলে যান। কেউ-কেউ অবশ্য বলেন যে শুধু মোদু খাঁ-ই লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন, আবার কেউ-কেউ বলেন তিনজনেই গিয়েছিলেন। তবে যে ক'জনই যান না কেন, দিল্লী থেকে এইভাবেই তবলার প্রচার লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

সুধার খাঁর এই তিন পুত্র ছাড়া তাঁর এক ভাই-এর নামও আমরা পাই। এঁর নাম ছিল চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁর পুত্র ছিলেন লিল্লী মসীত খাঁ এবং পৌত্রের নাম ছিল হুসেন বক্স। সম্ভবতঃ ইনি খঞ্জ ছিলেন, তাই এঁর নাম পাওয়া যায় লংড়ে হুসেন বক্স রূপে। এঁর পুত্র নন্থে (নান্হে) খাঁ, ও ঘসীট খাঁ-ও তবলিয়া ছিলেন। নন্থে খাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্য কয়েক জনের নামও পাওয়া যায়।

সুধার খাঁর ছোট ভাই ও তিন পুত্র ছাড়া অপর তিনজনের নাম পাওয়া যায়। এঁরা তিনজনেই ছিলেন তাঁর শিষ্য। সুধার খাঁর এই প্রধান তিন শিষ্যের নাম— রোশন খাঁ, কল্লু খাঁ ও তুল্লন খাঁ।

।। দিল্লী বাজ ।।

দিল্লী বাজ -এ তর্জনী ও মধ্যমা—এই দু'টি আঙুলের কাজ খুব বেশি হয়। কানির কাজ বেশি হওয়ায় একে 'কিনার কা বাজ'-ও বলা হয়। তিট, তিরকিট, ধিনগিন, ঘিড়নগ ইত্যাদি বর্ণসমষ্টির বহুল প্রয়োগ এই বাজ -এ দেখা যায়। এই বাজ -এ তিট এবং তিরকিট বাজানো হয় তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির সাহায্যে। পেশকার, কায়দা ও রেলার ওপর এই বাজ -এ খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।